ঢেঁড়স চাষে স্বচ্ছলতা এসেছে সোহেলের

ঢেঁড়স চাষ করে বেকারত্ব ঘুঁচিয়েছেন শিক্ষিত যুবক সোহেল রানা। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে তিনি এখন মুক্ত।

সোহেল রানা কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের গৌড়দহ এলাকার মীর আবুল কাশেমের ছেলে।

স্বল্প সময় ও অল্প খরচে বেশি লাভ হওয়ায় আরও অনেকেই ঢেঁড়স চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) সরেজমিনে দেখা যায়, সে নিজেই মাঠে ঢেঁড়স উত্তোলন করছে। আলাপকালে সোহেল জানান, ২০১৪ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর গাজীপুরে হেলথ কেয়ারে চাকরি করতেন। পরে তার বাবা অসুস্থ হওয়ায় ২০১৭ সালে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। এরপর আর ভালো কোন চাকরি না পাওয়ায় বাড়ীর পাশে অন্যের জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন ফলজ বাগান ও সবজি চাষ। তিনি এক বিঘা পেয়ারা বাগানের পাশাপাশি আরও এক বিঘা জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন ঢেঁড়সের চাষ। স্বল্প সময়ে এই ঢেড়শ চাষ করে বেশ লাভবানও হয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, এখানকার মাটি বেশ উর্বর থাকায় তার উৎপাদন খরচও অনেক কম হয়েছে। তার এক বিঘা জমিতে ঢেঁড়স চাষ করতে ৭-৮ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৫০ হাজার টাকার বিক্রি করেছেন। একদিন পরপর মাঠ থেকে ঢেঁড়স উত্তোলন করতে হয়। এতে তেমন কোন শ্রমিক (লেবার) দরকার হয় না। মাঠ থেকেই পাইকারী ব্যবসায়ীরা এসে কিনে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, ‘আমি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে বারি উদ্ভাবিত ‘বারি ঢেঁড়স-১’ জাতের ঢেঁড়সের চাষ করেছি। বাজারে ঢেঁড়সের দাম ভালো থাকায় বেশ লাভবানও হয়েছি। আর এ বছর ঢেঁড়সের পোকা-মাকড়ের তেমন আক্রমণও কম থাকার ফলে খরচও কম হয়েছে।’

বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান বলেন, শিক্ষিত সোহেল রানা আমাদের আইডল। তার মতো শিক্ষিতদের এই কৃষি সেক্টরে আরো এগিয়ে আসা উচিৎ।

এ ব্যপারে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘এ

বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকার কারণে ঢেঁড়সে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়েছে। আর ঢেঁড়সের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ‘বারি ঢেঁড়স-১’ এর ফলন ভালো। এটা চাষ করা লাভজনক।’ তবে তার মতো শিক্ষিত অনেক যুবকরাই এগিয়ে আসছে। আমরা কৃষি অফিস তাদের বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগীতা করবো।

চুয়াডাঙ্গা পৌর পরিষদের উদ্যোগ গাছে গাছে পাখির বাসা

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা হবে পাখিদের অভয়ারণ্য। গাছের ডালে ডালে থাকবে পাখির বাসা। প্রকৃতি হবে ভারসাম্যপূর্ণ। সকালে পৌরবাসির ঘুম ভাঙবে পাখির কলকাকলীতে। দূর-দূরান্তের পর্যটকরাও আসবে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পাখিদের অভয়ারণ্য দেখতে।

বেশ কিছুদিন থেকে এ স্বপ্ন দেখছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু। সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র। চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার গাছে গাছে বাধা হচ্ছে মাটির পাতিল। ইতোমধ্যেই তাতে বাসা বাধতে শুরু করেছে পাখিরা।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাটকালুগঞ্জ, সিএন্ডবিপাড়া, ছাগল খামার এলাকাসহ পৌর এলাকার কয়েক স্থানে ঘুরে দেখা গেছে গাছের ডালে ডালে বাধা হয়েছে মাটির ছোট ছোট কলস। এতে গাছে গাছে পাখিদের আনাগোনা বেড়েছে। দেশীয় প্রজাতির পরিচিত পাখিদের পাশাপাশি দেখা মিলছে রঙ-বেরঙের নাম না জানা নানা প্রজাতির পাখির। বিশেষ করে শালিক, ঘুঘু ও বকের ঝাক দেখা যাচ্ছে প্রায় সময়ই।

স্থানীয়দের অভিমত, দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাখির অভয়ারণ্য তৈরি হচ্ছে। কমে আসছে শিকারীদের দৌরাত্ব। এতে এমনিতেই সব এলাকাতেই পাখির সংখ্যা বেড়েছে। এ অবস্থায় অনেকেই ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ নিচ্ছেন। অচিরেই এর সুফল পাবে মানুষ।

চুয়াডাঙ্গা শহরের মুক্তিপাড়ার বাসিন্দা মশিউর রহমান জানান,

দীর্ঘদিন থেকেই নানা কারণে পাখিদের আবাস নষ্ট হচ্ছে। কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে। এসব কারণেই মূলত পাখিদের সংখ্যা কমে আসছিলো।

ইতোমধ্যেই কয়েক যুবকের প্রচেষ্টায় ‘পাখির গ্রাম’ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বেলগাছি গ্রাম। এ গ্রামের বাসিন্দা পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মণি জানান, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় ইতোমধ্যে প্রায় তিন হাজার মাটির পাতিল গাছের ডালে বাধা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১০ হাজার মাটির কলস বাধা হবে। তিনি বলেন, পৌর পরিষদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সাধারণ মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করছে। অনেকেই নিজ উদ্যোগেও গাছের ডালে পাখিদের জন্য মাটির কলস বেধে দিচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু জানান, ‘পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখিদের ভূমিকা অনেক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের আবাস ও কলকারখানা করতে গিয়ে একের পর এক পাখিদের আবাস ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো। এতে অনেক পাখি বিলুপ্ত হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। এ অবস্থায় প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে মানুষ নানাভাবে কাজ করছে। আমি পাখিদের আবাস গড়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য কিছুটা হলেও রক্ষা করতে চাই।’

মেয়র জিপু বলেন, ‘প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমার প্রত্যাশা পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে পৌরবাসীর ঘুম ভাঙবে। চুয়াডাঙ্গা শহর অচিরেই পাখির শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।’

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কেয়ার ফর আনক্লাইমড্ বিস্ট- কাব’র সভাপতি বখতিয়ার হামিদ বলেন, ‘আমরা ব্যক্তি উদ্যোগে পাখিদের নিয়ে কাজ করে আসছি। এ অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের উদ্যোগ নিলে তা অনেকাংশে ফলপ্রসূ হয়।’

তিনি বলেন, ‘যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন পাখিদের অভয়াশ্রম গড়ার কাজ করছি। সেহেতু আমরা চুয়াডাঙ্গা পৌর পরিষদের উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।’

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. শামীমুজ্জামান বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর পরিষদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এর ফলে আমাদের জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সুরক্ষা হবে। পাখিরা তাদের নিরাপদ আবাস পাবে। বর্তমান করোনাকালে পশু-পাখিদের

খাদ্য সংকট রয়েছে। সেদিকেও আমাদের নজর দেয়া দরকার।

কোটচাঁদপুরে কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ

“কৃষিই সমৃদ্ধি” এই স্লোগান নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে রবি/২০২০-২১ মৌসুমে ভুট্টা, সরিষা, বোরো, গম, পেয়াজ এবং খরিপ-১ মৌসুমে মুগের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনা মূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে এই সার ও বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, আওয়ামী লীগ নেতা কাজী আলম, ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির, ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খাঁন, কাবিল উদ্দীন প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে রবি/২০২০-২১ মৌসুমে উপজেলার ২ হাজার ১’শ ৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনা মূল্যে এই সার ও বীজ বিতরণ করা হবে।

সচিবগণের সেমি পাকা ঘর পেলেন পিরোজপুরের সামসুল

মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর প্রামে মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারী সচিবগনদের গৃহ উপহার পেলেন মীর সামছুল হক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন- মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে মুজিবশতবর্ষ স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে সরকারের প্রত্যেক সচিব সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে দুটি পরিবারকে পূর্ণবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোছা :আছিয়া খাতুন সদর উপজেলা পিরোজপুর গ্রামে মীর সামছুল হকের একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিলেন। এই সেমি পাকা বাড়ির জন্য ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা।

মুজিবশতবর্ষে অসহায়, ভূমিহীন, গৃহহীনদের বাঁচতে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মীর শামছুল হক। এ উপলক্ষে শনিবার দুপুরে বাড়ি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জুম ভিডিও এর মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব মোকাম্মেল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুরে ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রমূখ। সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মাকসুদুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হিরা, জেলা পরিষদের সদস্য রফিকুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী, ইউপি সচিব এরশাদ আলীসহ সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে তামাকের চারায় বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াতে কৃষকের মাথায় হাত

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে তামাকের চারায় বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াতে কৃষকের মাথায় হাত।
আজ শনিবার সকাল ৬.০০ ঘটিকার সময় গাড়াবাড়ীয়ার মাঠে আব্দুল খালেক নামের এক ব্যাক্তির তৈরীকৃত তামাকের চারায় প্রকাশ্য দিবালকে ঝোড় পোড়া বিষ দিয়ে তামাকের চারা পুড়িয়ে দেয়।
এতে মানুষিক ভাবে ভেঙে পড়েন তামাকের চারার মালিক আব্দুল খালেক।

এ বিষয়ে আব্দুল খলেকের ভাই মজিবর রহমান জানান ব্যাক্তির উপরে রাগ থাকতে পারে তাই বলে এই ভাবে ফসল নষ্ট করে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আর সমপর্কে ভাগ্নি তাদের জমি সেটা পাশে রাখাও আছে। তার পরেও বিভিন্ন সময় জমি দখল করতে আসে যার কারনে তাদের নামে কোটে একটি পিটিশন মামলা করা হয়। যার মামলা নং ২৩৫/২০২০। কোর্ট নির্দেশ ও দিয়েছেন স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করার জন্য। তবুও এত বড় ক্ষতি করে দিলো এর সঠিক বিচার চাই।

এবং যখন চারা গুলো তে বিষ প্রদান করেন তখন অনেক জনেই দেখেছেন তাতের মধ্যে মোঃশাহাদ আলী জানান আমি পাশের জমিতে চারা তুলছিলাম ওরা ভেনে করে ৪ জন আসলো এসে বিষ দিতে লাগলো মানা করলে বলে ভালো পাউডার তারপর আমরা আরো বয়েকজন একত্রিত হয়ে তাকে নিষেদ করতে গেলে সে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে স্থানীয়তের মধ্য শিহাব আলী,জিনারুল ইসলাম,তাজলু হক,ইয়ারুল ইসলাম বারী সহ সকলেই যে এই কাজ করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূল শাস্তির দাবি জানায়।

পরবর্কীতে চারার মালিক আঃ খালেক গাংনী থানায় তাদের নামে অভিযোগ করে আসেন। যারা এই কাজটি করেন তারা হলেন কাথুলী গ্রামের। মামুন,কিলটন,জেলেহার,শফিকুল ইসলাম ও চামিলী খাতুন।

স্থানীয়রা বিষে পুড়ে যাওয়া চারা নিয়ে তীব্র নিন্দার সাথে প্রতিবাদ জানাই।এবং তারা বলেন এর সুষ্ঠ বিচার না হলে বিশাল হাঙামার সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মহ: শামসুজ্জোহার সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন, সহ-সভাপতি সৈয়দ আসাদুজ্জামান, যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহান, সদস্য ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, ডা. মুস্তাক উর রহমান ও ডা. মিজানুর রহমান। আলোচনা সভায় কার্যনির্বাহী সদস্য ডা. ফকির মহাম্মদসহ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, ডায়াবেটিস রোগ নয়, কিন্ত সকল রোগের বিস্তার ঘটাতে ভুমিকা রাখে। অথচ, নিজের প্রতি একটু যত্নশীল হলে আমরা ডায়াবেটিসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। এজন্য শৃঙ্খলায় চলতে হবে। ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার বলেন, ডায়াবেটিক সমিতি জনগণের সম্পদ। সমিতির নেতৃবৃন্দ অর্থের প্রতি কুনজর দেয় না। মানুষের দৌঁড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ায় আমাদের লক্ষ।

দামুড়হুদায় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা থেকে ১৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ আব্দুর রশিদ (৫০) নামের এক মাদকব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬’র একটি দল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকালে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। আটক আব্দুর রহিম একই উপজেলার সুবলপুর গ্রামের মৃত আব্দুল করিমের ছেলে।

র্যাব-৬’র কোম্পানী কমান্ডার কামাল উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে কার্পাসডাঙ্গা পূর্বপাড়ার কবরস্থানের কাছ থেকে মাদক ব্যবসায়ী আব্দুর রশিদকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১৫০ বোতল ফেনসিডিল।

কোম্পানী কমান্ডার আরো জানান, আটককৃতকে দামুড়হুদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে বেড়েছে প্লাস্টিকের ব্যবহার

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কালীগঞ্জে বেড়েছে প্লাস্টিকের গ্লাস ও প্লেটের ব্যবহার, ব্যবহার শেষে যা ফেলা হচ্ছে যত্রতত্র। যে কারণে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ।

করোনার শুরু থেকে সংক্রমণ প্রতিরোধে কালীগঞ্জ শহরসহ গ্রামাঞ্চলের মানুষ ব্যবহার শুরু করে প্লাস্টিকের গ্লাস ও প্লেট। চায়ের দোকানে প্লাস্টিকের গ্লাসে চা খেয়ে ফেলে রাখা হচ্ছে যেখানে সেখানে। বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, খাবার ও চায়ের দোকানে একবার ব্যবহৃত এই পাত্রগুলো ফেলা হচ্ছে পাশের পুকুর, ডোবা, ড্রেন কিংবা রাস্তার পাশে। ফলে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, ক্রেতারা ওয়ান টাইম পাত্র ছাড়া খাচ্ছেন না। অতিরিক্ত খরচ হলেও এসব পাত্রে খাবার পরিবেশন করতে বাধ্য হচ্ছি। অনেকে ফেরি করে চা বিক্রি করছেন তারাও ওয়ান টাইম গ্লাসেই বিক্রি করছেন।

কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের চা দোকানি রোকনুজ্জামান, রনজিত কুমার রায়, নিশিত কুমার ঘোষ, আবদুল আলিম, নুর ইসলাম বলেন করোনা শুরুর পর থেকে ওয়ান টাইম গ্লাসের ব্যবহার বেড়েছে। দোকানের সামনে গ্লাস ফেলার জন্য পাত্র দিলেও ক্রেতারা চা খেয়ে যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলছেন।

মেহেরপুরে আর বি পার্কিং টাইলস

কারখানার উদ্বোধন

মেহেরপুরে আর বি পার্কিং টাইলস কারখানার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়ামের পূর্ব পাশে এই কারখানার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আর বি পার্কিং টাইলস কারখানার প্রোপাইটার আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম।

প্রোপাইটার আবুল হাসেম জানান, মেহেরপুরে বিভিন্ন দোকানে টাইলস বিক্রয় হলেও, টাইলস ক্রেতারা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু টাইলস পেলেও সব টাইলস পান না। তাই আমাদের মূল লক্ষ্য আমার এই কারখানাতে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী দেশি, বিদেশি সব ধরনের টাইলস পাবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এস এম ইব্রাহিম শাহিন, আইন বিষয়ক সম্পাদক ও জজকোর্টের পিপি অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা ইমারত নির্মাণ কারীর সভাপতি আব্দুল করিম, জেলা টাইলস শিল্প কল্যাণ সমিতির সভাপতি আবু সাঈদ,

জেলা আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সাধারণ সম্পাদক তারিকুল ইসলাম রাজিব, সহ-সভাপতি রাজু আহমেদ লিটিল, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক তরুণ আহমেদ, জেলা ইমারত নির্মাাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক আলেক উদ্দিন, সহ-সম্পাদক রাসেল প্রমুখ।